[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আজ সোমবার কুষ্টিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি গত শনিবার ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে পরিবারের সদস্য তাকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেলর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে কুষ্টিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

আবু হানিফ গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে। তিনি কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য ও গাড়াবাড়ীয়া অন্তিম শান্তি নিবাস কবর স্থানের উন্নয়ন কাজের সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ৩ মেয়েসেহ অসংখ্যা গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার এ অকাল মৃত্যুতে কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানাসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শোক ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা মরহুমের পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কুুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে জানাযা শেষে গ্রাম্য কবরস্থানে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরে দুটি মোটরসাইকেল মুখামুখি সংঘর্ষে ৪ জন আহত

মেহেরপুর জেলার কালিগাংনী মাঠের মধ্যে দুটি মোটরসাইকেল সাথে মুখামুখি সংর্ঘষে তিন জন মারাত্মক আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের জমসেদের ছেলে আশকারুল ইসলাম(৩৫), একই গ্রামের আশরাফুল ইসলামের ছেলে তোহিরুল ইসলাম(৩০) ও কালিগাংনী গ্রামের মন্টু মিয়ার ছেলে এমদাদুল হক ওরফে হৃদয় (২৫)।

সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌণে ১০ টার সময় গাংনী-কাথুলি

সড়কের কালিগাংনীর মাঠের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এদের মধ্যে আশকারুল ইসলাম ও তোহিরুল ইসলামকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে তাদের দুজনের অবস্থা খারাপ হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

এছাড়া এমদাদুল হক হৃদয়কে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করনে। পরে তার অবস্থাও অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
সোমবার সকালের মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কের গাংনী উপজেলায় পুড়াপাড়া নামক স্থানে বাসের সাথে ধাক্কায় ইনজামুল হক (২১) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী আহত হয়েছেন।
আহত ইনজামুল হক (২১) মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের আসাদুজ্জামানের ছেলে।ইনজামামুল হককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

“হটাও ওয়ার্কার্স, বাঁচাও বিএনপি”- আলমগীর খান ছাতু

বিএনপি গত কিছুদিন ধরে সারাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সমাবেশ, মিছিল বা বিক্ষোভের মত কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে। সরকারি বিরোধী এই কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে সম্প্রতি দেশের অন্তত বিশটি জেলায় বিএনপির নেতা-কর্মিদের সাথে ক্ষমতাসীন আওয়াামী লীগ বা পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা দেশের সব সংবাদমাধ্যমে খবর হয়েছে।

পনেরো বছর ধরে বিএনপি যে ক্ষমতার বাইরে রয়েছে, এটি বিএনপির জন্য তৈরী হয়েছে বড় সঙ্কট। এই সংকটের কথা দলের তৃণমুলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতারাও স্বীকার করছেন। তবে তৃণমুলের নেতা কর্মীদের এখন একটাই বার্তা, কেন্দ্রীয়ভাবে যে কর্মসূচি দিচ্ছে, সেগুলোতে আমাদের সংঘবদ্ধভাবে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক মাঠের অবস্থান

শক্ত করা” অথচ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির এখন বিভক্তির রাজনীতি নিয়ে নেতাদের মধ্যে কাঁদা ছুঁড়োছুড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার স্পেশাল আয়োজন জনগুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেও সাক্ষাৎকার। “মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিভক্তির রাজনীতি ও নেতাদের ভাবনা” আজকের বিশেষ আয়োজনে বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সভাপতি বর্ষিয়ান নেতা আলমগীর খান ছাতু। স্বাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন

মেহেরপুর প্রতিদিন : কেমন আছেন ?
আলমগীর খান ছাতু : আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি

মেহেরপুর প্রতিদিন : রাজনীতিতে কবে এসেছেন ?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ১৯৯৬ সালে বিএনপির রাজনীতিতে জড়িত হই। মুলত, আমি ৮০ দশক থেকে রাজনীতিতে আসি। প্রথমে জাতীয় পার্টির মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। ৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিএনপির রাজনীতিতে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ি। আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়েই বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুরের বিএনপির রাজনীতির ইতিহাস সমন্ধে কিছু বলেন:
আলমগীর খান ছাতু : মেহেরপুরে বিএনপির রাজনীতির একটি সোনালী অতীত রয়েছে। জেলায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ আলী দলটিকে একটি উচ্চ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। এই জেলা বিএনপির একটি শক্তিশালী ঘাটি রয়েছে। জেলার মানুষ শহীদ জিয়া এবং তার সৃষ্ঠ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপিকে মনে প্রাণে ভাল বাসেন। তাই সব সময় বিএনপিকে নিরুঙ্কুশভাবে বিজয়ী করে আসছেন। এখনো অবাধ নিরপেক্ষ ভোট হলে জেলাবাসি বিএনপির প্রার্থীকে বিপুল ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ক্ষমতার বাইরে থেকেও আপনারা বিভক্তির রাজনীতি করছেন, এটা দলের মধ্যে ইফেক্ট পড়ছে কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: মুলত, ওয়ার্কার্স পার্টির দলে নেতৃত্বের প্রাধান্যের কারনে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে বিভক্তি শুরু হয়েছে। বিএনপির মুল ধারার নেতা কর্মীদের বাদ দিয়ে ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রথম থেকেই মুল ধারার

পর্যায়ের সব নেতা কর্মীই তার সাথে কাজ করবে। দলের সব নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করার পরিস্থিতি আমার আছে। নিরদলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে দল আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি সব নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে নিতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনৈতিক ইস্যুতে আপনার নামে মামলা হয়েছে কতটি?
আলমগীর খান ছাতু : কোনো মামলা হয়নি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপির নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন আপনার ভাবনা কি?
আলমগীর খান ছাতু : কেন্দ্রীয় কর্মসূচি যেটাই দেবে সেটাই স্থানীয় বিএনপির নেতা কর্মী সফল ভাবে পালন করবে। আমি কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর সাথে একমত।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনীতিতে জেলা পর্যায়ের কোন কোন নেতা আপনার সাথে আছে-
আলমগীর খান ছাতু: বিএনপির মুল ধারার রাজনৈতিক সকল নেতা কর্মীই আমার সাথে রাজনীতি করছে। ওয়ান ইলেভেনের সময় যেসব নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে হটাতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে মুল ধারার রাজনীতিকরা মনে প্রাণে অপছন্দ করেন। তারাই আবার কিছু নেংটা ছেলেদের নিয়ে মাঠে ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের মানুষ ভাল চোখে দেখেনা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছেন কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছিলাম। দলের কাছে মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় টিকিট দাবী করি। পরে ২০১৮ সালে বিএনপি মেহেরপুর-১ আসনে দুজনের নাম ঘোষণা করে। সেখানে আমি দলীয় প্রার্থীর তালিকাতে ছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিনি : আপনাকে ধন্যবাদ
আলমগীর খান ছাতু : আপনাকেও ধন্যবাদ।

যুবলীগ নেতা রাজুর সঙ্গে আ’লীগের সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করে বিবৃতি

ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহম্মেদের সঙ্গে সকল সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে বহিস্কারের সুপারিশ করেছে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগ।

সোমবার রাতে এক বিবৃতিতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ সাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এখবর জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুবলীগ নেতা রাজু ও এস এম রবির অডিও রেকর্ড ভাইরাল হলে তা জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপি ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর দৃষ্টিগোচর হয়। অডিও রেকর্ডে যুবলীগ নেতা রাজু জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী ও জেলা আ’লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবু কনক কান্তি দাস সম্পর্কে অশ্লিল ও কুরুচিপুর্ন শব্দ ব্যবহার করে তার বাড়িতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে সম্প্রদায়ীক দাঙ্গার উস্কানী দেন। এ ছাড়া রাজু পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বাবু জীবন কুমার বিশ্বাস সম্পর্কে অশ্লিল শব্দ ব্যবহার করে গালিগালাজ করেন।

রাজুর এহেন কথোপকথন দলীয় শৃংখলা পরিপন্থি, সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা ও শিষ্টাচার বহির্ভুত বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। রাজু অডিওতে এমন বক্তব্য দিয়ে সংগঠন বিরোধী অপরাধ করেছেন মর্মে বলা হয়। ফলে জেলা আওয়ামীলীগ রাজুর সাথে সকল সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন এবং এ ঘটনার কোন দায় দায়িত্ব ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগ বহন করবে না। দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ আরো জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগ ও কেন্দ্রীয় যুবলীগকে রাজুর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য সম্প্রতি যুবলীগ নেতা রাজু ও হামদহ এলাকার যুবলীগ কর্মী এস এম রবির কথোপকথনের অডিও রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফাঁস হলে তা মুহুর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়। হিন্দু সম্প্রদায় ও

[redacted] [redacted] [redacted] [

মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে দুইদিন ব্যাপি সোতোকান কারাতে প্রশিক্ষণের সমাপনী

ঝিনাইদহে দুইদিন ব্যাপি সোতোকান কারাতে দো’’র প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ২৩তম বেল্ট টেস্ট অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

রবিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় এ কর্মশালা শুরু হয়ে সোমাবার বিকাল ৪টায় বেল্ট প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সমাপনি অনুষ্ঠানে সোতোকান কারাতেদো ঝিনাইদহের পরিচালক কাজী আলী আহম্মদ লিকুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাসলিমা বেগম, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক শাহানুর আলম, সোতোকান কারাতে দো ঝিনাইদহ’র সহকারি পরিচালক মাহবুবুর রহমান বিপ্লব উপস্থিত ছিলেন। দুইদিন ব্যাপি এই প্রমিক্ষণ এবং বেল্ট টেস্ট কর্মশালার বিচারক হিসেবে ছিলেন জাতীয় কারাতের প্রশিক্ষক মুহাম্মাদ জসিম উদ্দিন ব্লাক বেল্ট ৫ম ডান।

রবিবার ও সোমবার দুইদিন ব্যাপি এই সেমিনারে কারাতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও বেল্ট টেস্টের মাধ্যমে ২৭জন প্রক্ষিণার্থীর মধ্যে উর্ত্তীর্ণ ২৬জন কে সনদ ও বেল্ট প্রদান করা হয়।

[redacted]

[redacted]

বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের কাছে পূর্বের স্বামী স্ত্রীর অস্তরঙ্গ সেই মুহূর্তের ভিডিও ক্লিপস ও ছবি ম্যাসেঞ্জার ও ইমোতে দিয়ে ব্লাক মেইল শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে নানাভাবে অনুরোধ করেও কোনো সুরাহা হয়নি। এছাড়া ভিকটিমের নামে ভূঁয়া টিকটক আইডি খুলে মোবাইল নং দিয়ে আপত্তিকর ছবি আপলোড করে তারা। ভিকটিমের মোবাইল নম্বরটিও সেখানে দিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহবান জানান।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মুজিবনগর থানা পুলিশের ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠিত

“তথ্য দিন সেবা নিন”পুলিশই জনগন, জনগনই পুলিশ”
এই প্রতিপাদকে সামনে রেখে পুলিশ সেবাকে জনগণের মধ্যে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়ে এবং মাদক, সন্ত্রাস,জঙ্গীবাদ, এবং বিভিন্ন অপরাধ দমনে জনপ্রতিনিধি,সুসিল সমাজ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সাধারণ জনগনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে একটি সুন্দর অপরাধমুক্ত, মাদকমুক্ত উপজেলা গঠনে সবার সহযোগিতার কামনা করে মুজিবনগর থানা পুলিশের ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর থানার চত্বরে এই ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি তদন্ত আব্দুল আলীমের সঞ্চালনায় এবং মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেলের সভাপতিত্বে ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমান হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি

পঞ্চগড়ের করতোয়া নদীতে নৌকাডুবি, ২৪ জনের লাশ উদ্ধার

পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় নৌকাডুবির ঘটনায় নারী-শিশুসহ ২৪ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ৩০ জন।

রোববার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে মাড়েয়া বামনহাট ইউনিয়নের করতোয়া নদীর মাড়েয়া ঘাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক মো. জহুরুল ইসলাম ইত্তেফাক অনলাইনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে মৃতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৮ শিশু, ৪ পুরুষ ও ১২ নারী রয়েছেন।

উদ্ধার হওয়া যাত্রী ও স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে মহালয়া উপলক্ষে বোদা, পাঁচপীর, মাড়েয়া, ব্যাঙহারি এসব এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নৌকায় করে বদেশ্বরী মন্দিরে যাচ্ছিলেন। মাঝ নদীতে পৌঁছার পর যাত্রীর চাপে নৌকাটি একপাশে উল্টে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

উদ্ধার হওয়া লাশের মধ্যে বোদা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সাত জন এবং ঘটনাস্থলে ১৭ জনের লাশ রয়েছে। বোদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রাজিউর রহমান রাজু হাসপাতালে সাত জনের লাশ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জেলা প্রশাসক জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাস্থলে ১৭ জনের লাশ রয়েছে, বাকিদের লাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে।’